সমকাল

১৮.৪.২০16
২ ২

শিক্ষা প্রশাসনে বেশির ভাগ শীর্ষ পদই শূন্য

■ সাব্বির নেওয়াজ

শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদের বেশির ভাগই এখন শূন্য। কয়েকটি পদ কিছুদিনের মধ্যেই শূন্য হতে যাচ্ছে। এসব পদে পদায়ন পেতে আগ্রহীদের তদবির বেড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সিনিয়র অধ্যাপকরা এসব পদে আসতে ধরনা দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রভাবশালীর কাছে। অনেকের পক্ষে মন্ত্রী, এমপি ও সরকারদলীয় নেতাদের তদবিরে সরগরম হয়ে উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মের তদন্ত, নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠান 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর' (ডিআইএ)। এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদ পরিচালক ১৩ এপ্রিল থেকে শূন্য রয়েছে। সর্বশেষ পরিচালক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ ভুঁইয়া ওই দিন অবসরে যান। রাজধানীর একাধিক সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এ পদে আসার জন্য চেষ্টা-তদবির করছেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ ভুঁইয়াকেই আবার এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

শিক্ষা প্রশাসনে বেশির

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

দেওয়া হতে পারে। তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রস্তাব বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান পদ শূন্য রয়েছে গত ডিসেম্বর থেকে। প্রতিষ্ঠানটির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (রতন সিদ্দিকী) এতদিন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন। চার মাস শূন্য থাকার পর গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে রাজধানীর সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ নারায়ণ চন্দ্র সাহাকে প্রেষণে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ পদের জন্যও রাজধানীর একাধিক সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষরা চেষ্টা-তদবির করছিলেন। বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ পদ শূন্য হওয়ায় গতকাল থেকেই এ পদের আসার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ শূন্য হবে ১৯ এপ্রিল। বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক ওই দিন অবসরে যাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ পদে পদপ্রত্যাশীর সংখ্যা বিপুল হলেও এরই মধ্যে ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাহবুবুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ-সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর করেছেন। আজ-কালের মধ্যে এ আদেশ জারি করা হতে পারে। অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের পক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন তদবির করেছিলেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভল্যুয়েশন) অধ্যাপক হরষিত বালা গত সপ্তাহে অবসরে যান। শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ পদটিও এক সপ্তাহ ধরে শূন্য রয়েছে।

তবে 'শিক্ষা ভবন' মাউশির মহাপরিচালকের পদ পেতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সরকার সমর্থক কর্মকর্তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ। বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের চাকরির মেয়াদ আগামী ৪ জুলাই শেষ হচ্ছে। গতকাল তিনি চাকরির মেয়াদপূর্তির বিষয়ে শিক্ষা সচিব বরাবর অবহিতপত্র পাঠিয়েছেন। শিগগিরই এ পদে নিয়োগের জন্য নাম প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ পদের জন্য এখন চলছে জোর লবিং। রাজনৈতিক আনুকূল্য পেতে চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে দেন-দরবার। কেউ কেউ ছাত্রজীবনে রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রমাণ ও পারিবারিক সংশ্লিষ্টতাও তুলে ধরছেন সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মাউশির মহাপরিচালকের পদটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার। এটি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ। মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে পদটি খুবই আকর্ষণীয় বলে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাছে বিবেচিত হয়। এ পদে নিয়োগের জন্য সরকারপ্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে। নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের মধ্য থেকে চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মহাপরিচালক নিয়োগের কথা থাকলেও ১৪-১৫ বছর ধরে রাজনৈতিক বিবেচনায়ই এ পদে নিয়োগ প্রাধান্য পেয়েছে।

সূত্রমতে, মাউশিতে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ বহু পুরনো। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সাড়ে ১৪ হাজার কর্মকর্তার নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতি, টাইম স্কেল, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বোর্ডসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্ব মাউশির ওপরে। পাশাপাশি সারাদেশের সাড়ে ছয় হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, টাইম স্কেলসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এ কার্যালয়ের। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেতে সরকার-সমর্থক শিক্ষকরা লবিংয়ে নেমেছেন। গত কয়েক দিনে এ পদের জন্য রাজনৈতিক তদবির বেশ জোরালো হয়েছে। শিক্ষা খাতের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, অসংখ্য পদপ্রত্যাশীর মধ্য থেকে এ পদের জন্য চারজনের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হতে পারে। তারা হলেন বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মাউশির বর্তমান পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুজ্জামান, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. ইমাম হোসেন ও সরকারি তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু হায়দার আহমেদ নাসের। এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) মহাপরিচালক প্রফেসর হামিদুর রহমানও এ পদের অন্যতম দাবিদার। তবে মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের সূত্রমতে, তিনি বেসরকারি কলেজ থেকে জাতীয়করণকৃত শিক্ষক। নিয়মিত বিসিএস না হওয়ার কারণে এ পদে তাকে নিয়োগের বিষয়ে নীতিনির্ধারকরা চিন্তা করছেন না।

জানা গেছে, উল্লিখিত চারজনই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থী। তবে বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনকে আরও একবার এ পদে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। তিনি প্রশাসনিকভাবে অভিজ্ঞ ও সৎ। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের ছোট বোন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস'র আ ম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীর সহধর্মিণী।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সমকালকে বলেন, মাউশির ডিজি পদ একটি অত্যন্ত সম্মানজনক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার নীতিনির্ধারণী পদ। এ পদে সরকার যোগ্য লোককেই নিয়োগ দেবে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।